# টানা চার দিন পরীক্ষাবঞ্চিত প্রাথমিকের কোটি শিক্ষার্থী

- ৬৫ হাজার স্কুলে তালা, শতাধিক স্কুলে তালা ভেঙে পরীক্ষা
- শিক্ষকদের সঙ্গে ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের হাতাহাতি

মেহেদী হাসান

প্রকাশ : ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:০০

মন্ত্রণালয় ও শিক্ষকদের অনড় অবস্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সারা দেশের ৬৫ হাজার ৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ কোটির বেশি শিক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা দাবি আদায়ে শিক্ষার্থীদের তৃতীয় প্রান্তিক মূল্যায়ন (বার্ষিক পরীক্ষা) বর্জন করে লাগাতার কমপ্লিট শাটডাউন বা তালা ঝোলানো কর্মসূচি পালন করছেন। অন্যদিকে শিক্ষকদের শোকজ করে বিদ্যালয়ে ফেরাতে চেষ্টা করেছে সরকার।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে পরীক্ষা না নিলে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এই ঘোষণার পরও দাবি মেনে না নিলে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষকরা। একই সঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবারও সারা দেশে উপজেলা চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষকরা। ফলে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মুখোমুখি পরিস্থিতিতে রয়েছেন শিক্ষকরা। আর এই অবস্থার মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশু শিক্ষার্থীরা।

এদিকে পরীক্ষার সূচি স্থগিত হওয়ায় প্রস্তুতিমূলক ধারাবাহিকতা ভেঙে পড়ছে বলে জানান শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। শিক্ষকরাও দাবি করছেন, প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার টানাপড়েনে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হচ্ছে শিশু শিক্ষার্থীদের। দোটানায় শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ বাড়ছে, অনিশ্চয়তায় পড়ছে ভবিষ্যত্। শিক্ষকদের আন্দোলনে শিক্ষাবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পরীক্ষা ও পড়াশোনা ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবক ও সচেতন মহলে উদ্বেগ বেড়েছে। শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকরা বড় ক্ষতি এড়াতে দ্রুত কার্যকর সমাধান ও পরীক্ষাগুলো পুনরায় শুরুর দাবি জানিয়েছেন। এদিকে পিরোজপুরের নেছারাবাদে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে দুই দফায় হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। বার্ষিক পরীক্ষা না নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা পরিষদের গেটের সামনে শিক্ষকেরা আন্দোলন করতে গেলে এই ঘটনা ঘটে।

গতকালও সারা দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা ঝুলতে দেখা যায়। তবে শতাধিক স্কুলে তালা ভেঙে পরীক্ষা নেন প্রধান শিক্ষক ও অভিভাবকরা। গতকাল আন্দোলনরত শিক্ষকদের দেওয়া তালা ভেঙে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন পটুয়াখালির কলাপাড়ার ইউএনও কাউছার হামিদ। সকালে কলাপাড়া পৌরসভার মঙ্গলসুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান গেটের তালা ভেঙে দিলে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেওয়া শুরু করে। এ সময় শিক্ষার্থীসহ অসংখ্য অভিভাবক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সাবেক শিক্ষকরাও পরীক্ষাকক্ষে ছিলেন। এর আগের তিন দিন সহকারী শিক্ষকদের কর্মবিরতি চললেও প্রধান শিক্ষকরা পরীক্ষা চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু বুধবার আন্দোলনরত শিক্ষকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। বাকিসব স্কুলেও পরীক্ষা সম্পন্নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাউছার হামিদ জানান। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শাহিদা বেগম জানান, উপজেলার অধিকাংশ স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এদিকে শেরপুরের শ্রীবরদীতে শিক্ষক আন্দোলনের কারণে তালাবদ্ধ শ্রেণিকক্ষ বন্ধ থাকলেও পরীক্ষা থামিয়ে রাখা যায়নি। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মনীষা আহমেদ নিজেই স্কুলে গিয়ে তালা ভেঙে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরু করান।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া পৌর শহরের মঙ্গলসুখ সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা ভে ক
অভিভাবকেরা হাতুড়ি ও ইলেকট্রিক যন্ত্র দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের তালা ভেঙে প্রথম ও ক
করেন। পরে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। রহমতপুর কেজিএ সরকারি ,
কলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাসন্তী মন্ডল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রাঙে র
পরীক্ষার আয়োজন করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, ‘১১তম গ্রেড বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। পে-কমিশনের সুপারিশ লাগবে। সেটিও চূড়ান্ত হওয়ার পথে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের অপেক্ষা করা দরকার ছিল।’ শিক্ষকদের শোকজ করা হয়েছে, এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, জানতে চাইলে মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান বলেন, ‘শুধু যে পরীক্ষা বর্জন করেছেন সহকারী শিক্ষকরা তা নয়, প্রধান শিক্ষকদেরও লাঞ্ছিত করেছেন। আমরা কঠোর অবস্থানে যাব।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন অধ্যাপক বলেন, ‘মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আর শিক্ষকরা রশি টানাটানি করছেন, কিন্তু ক্ষতির মধ্যে পড়ছে শিশু শিক্ষার্থীরা। শিশুদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির দ্রুত সমাধান হওয়া উচিত।’

**পরীক্ষা না নেওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষকের মাথা ফাটালেন অভিভাবকরা**

বার্ষিক পরীক্ষা না নিয়ে বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি করার জেরে পাবনার এক সহকারী শিক্ষকের মাথা ফাটানোর ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষুব্ধ অভিভাবকদের ইটের আঘাতে তার মাথা ফেটে গেছে বলে অভিযোগ শিক্ষকদের। আহত শিক্ষকের নাম রাজিব সরকার। তিনি পাবনার ফরিদপুর উপজেলার বনওয়ারিনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

**প্রশাসনের লোক দিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তে অভিভাবকদের বাধা**

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে শ্রেণিশিক্ষক ছাড়া প্রশাসনের লোক দিয়ে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বসতে দেননি অভিভাবকরা। এ সময় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্লোগান দেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় ভৈরব শহরের মোজাফফর বেপারী আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

**তালা ভেঙে পরীক্ষা নিলেন প্রধান শিক্ষক ও অভিভাবকেরা**

জামালপুর সদর উপজেলার গুয়াবাড়ীয়া সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকদের কর্মবিরতির মধ্যে বিদ্যালয়ের তালা ভেঙে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রধান শিক্ষক ও অভিভাবকেরা হাতুড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক ও শ্রেণিকক্ষের তালা ভেঙে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষা নেওয়া শুরু করেন। এ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান সহকারী শিক্ষকেরা।